ধর্ষণের প্রমাণ মিলল রামিসার ফরেনসিক প্রতিবেদনে

অভিযুক্ত সোহেল রানা। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর পল্লবীতে সাত বছরের শিশু রামিসাকে হত্যা মামলায় ফরেনসিক প্রতিবেদনে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। তদন্ত সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, মৃত্যুর আগে শিশুটিকে যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। ডিএনএ পরীক্ষায় গ্রেপ্তার আসামি সোহেল রানার সম্পৃক্ততারও প্রমাণ মিলেছে।

শনিবার শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) তদন্ত কর্মকর্তার কাছে ডিএনএ রিপোর্ট হস্তান্তর করে। প্রতিবেদনের তথ্য পর্যালোচনায় জানা যায়, নির্যাতনের পর শ্বাসরোধে রামিসাকে হত্যা করা হয়।

তদন্তে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, হত্যার পর শিশুটির মরদেহ বিকৃত করা হয়। মামলার প্রধান আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র প্রস্তুতের কাজও প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। রোববার আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে তদন্ত সংশ্লিষ্টরা।

এদিকে রাষ্ট্রপক্ষে মামলাটি পরিচালনার জন্য আইনজীবী আজিজুর রহমান দুলুকে বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আইন ও বিচার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।

এর আগে সোহেল রানা আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে অপরাধের বর্ণনা দেন। তিনি দাবি করেন, ঘটনার আগে মাদক সেবন করেছিলেন। একইসঙ্গে ধর্ষণ ও হত্যার বিষয়েও স্বীকারোক্তি দেন। পরে আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেয়। মামলার বিচার কার্যক্রম ঈদের পর শুরু হতে পারে বলে জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী।